দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

—ইত্তেফাক

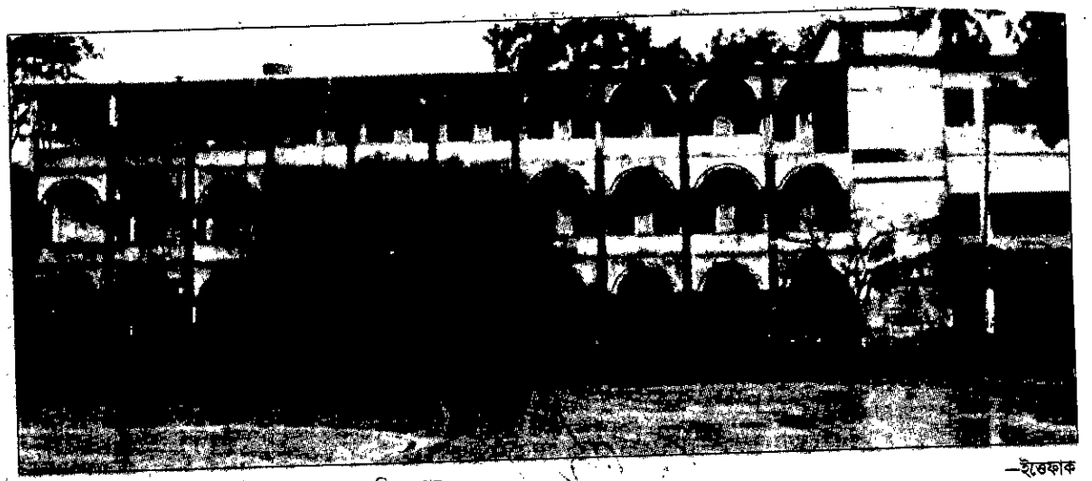

বরিশাল : ঐতিহ্যবাহী বরিশাল জিলা স্কুলের একাডেমিক ভবন

শতবছর পেরিয়েও আলো ছড়াচ্ছে যে বিদ্যাপীঠ

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

প্রায় ২শ বছর ধরে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে নগরীর ঐতিহ্যবাহী বরিশাল জিলা স্কুল। ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ গ্যারেট ইংরেজী বিদ্যালয় হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন।

শুরুতে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশনের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। মাত্র আটজন শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হলেও ওই বছরই শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ জনে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। ১৮৫৩ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি পরিচালনার ব্যয় বহন করে ব্রিটিশ সরকার। তখনই ইংরেজি স্কুলের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় বরিশাল জিলা স্কুল। ১৮৯২ সালে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়। তখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬শ। শুরুতে প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জার পশ্চিম পাশে স্থানীয় জমিদার লুকাসের জমির উপর স্কুলটি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৪২ সালে ব্রাউন্ড কমপাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় মি. স্পেনসারের জমিতে বিদ্যালয় ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্কুলের সেক্রেটারি ইজে বার্টন স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ৩৮ হাজার ৮১৭ টাকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করেন। তার ফল স্বরূপ গড়ে উঠে বিদ্যালয়ের পাকা ভবন। ওই ভবনটি ভেঙে সেখানে কয়েক বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছে পাকা ইমারত। হাজারও শিক্ষার্থীর স্মৃতি ঘেরা সেই ভবন আগের অবয়ব ঠিক রেখে পুনরায় গড়ে তোলার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন সাবেক শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, শহীদ শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, স্পিকার আব্দুল জব্বার খান, সিরাজ সিকদার ও শিল্পী গোলাম মোস্তফা। জীবিতদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম), মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম), ভারতের অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, সাবেক সেনা প্রধান হাসান মশহুদ চৌধুরী ও এনএসআইর মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জিয়াউল আহসানসহ অনেক গুণী ব্যক্তি।

ওই বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের অ্যাসোসিয়শনের নেতৃবৃন্দ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক একাডেমিক ভবন পুনর্নির্মাণের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। '৮৫ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এনএসআইর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়াউল আহসান, এনআরবিসি ব্যাংকের পরিচালক ও রাশিয়াস্থ বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তমাল পারভেজ, সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ফয়সাল মোর্শেদ ও ডা. আল-আমিনসহ অন্য শিক্ষার্থীরা জানান, প্রায় ২শ বছরের পুরনো এ ভবনের অবয়ব ঠিক রেখে নতুন ভবন নির্মাণের পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. গাজী মো. সাইফুজ্জামান মতামত দিয়েছেন। জেলা প্রশাসক সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে তার সম্মেলন কক্ষে বৈঠক করেছেন।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা জানান, এটি শুধু পুরাকীর্তি নয়, ভবনটির সঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর আবেগ জড়িত। সাবেক শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি ড. গাজী সাইফুজ্জামান প্রধান শিক্ষক সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

জেলা প্রশাসক জানান, পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে যদি কোনো ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন তৈরি করে দিতে রাজি থাকেন তাহলে সেভাবে ডিজাইন প্রস্তুত করার জন্য প্রধান শিক্ষককে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

২০ একর জমির উপর প্রশাসনিক ও একাডেমিকসহ মোট ছয়টি ভবন রয়েছে। বর্তমানে জিলা স্কুলের ক্যাম্পাসে অস্থায়ী ভিত্তিতে আরো দুইটি সরকারি স্কুলের কার্যক্রম চলছে।

শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ | **বরিশাল জিলা স্কুল**

- ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ গ্যারেট স্কুলটি গড়ে তোলেন
- শুরুতে মাত্র আটজন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলের কার্যক্রম শুরু হলেও ঐ বছরে তা ২৭ জনে উন্নীত হয়
- ১৮৫৩ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত স্কুলের খরচ বহন করে ব্রিটিশ সরকার